যাবার বেলায় নিজ জীবনের অসম্পূর্ণতার বেদনাকেও কবি অনবদ্য রসরূপে প্রকাশ করেছেন। তাই বলেন—

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি"

তাই আগামী দিনের কোনো কবির জন্য তিনি কান পেতে আছেন—তাকেই জানান আহ্বান—

"এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের"

উদার কবিচিত্ত তাই আপন অসম্পূর্ণতার বেদনাকে লিপিবদ্ধ করেন 'জন্‌দিনে'র অসামান্য এই কবিতায়।

"আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী"

কিন্তু কবি জানেন সর্বমানবের সুখদুঃখের রূপকার হতে গেলে অন্তরের পরিচয়েই তাদের কাছে যেতে হ'বে।

"সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়"

কবিমানসের এই অন্তরতম প্রীতিময় জীবনবোধই তাঁর যাবার বেলাকে স্নিগ্ধসুষমায় ভরে দিয়েছে। 'জন্মদিনে' সেই আন্তরিক উচ্চারণ ধ্বনিত।

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ—'শেষলেখা', তাঁর মৃত্যুর পরে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে—ইং ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর নামকরণ কবিকৃত নয়—সর্বশেষ রচনা বলেই এটি 'শেষলেখা' নামে আত্মপ্রকাশ করে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথঠাকুর জানিয়েছিলেন যে শেষ শয্যায় কবি এর অনেক কবিতাই মুখে মুখে বলেছিলেন—অন্য কেউ তা লিপিবদ্ধ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই কাব্যের কবিতাগুলিতে মৃত্যু চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। মৃত্যু চেতনার ক্রমাভিব্যক্ত স্তর এক পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে শেষপর্যায়ের কাব্যে।' 'প্রান্তিক' থেকে 'রোগশয্যায়' 'আরোগ্য' হ'য়ে জীবনমৃত্যুর স্বরূপ সম্বন্ধে কবির অনুভূতি চরমপর্বে 'শেষলেখা'য় এসে প্রকাশিত হ'য়েছে সংক্ষিপ্ত, নিরাভরণ সরল সংহত উচ্চারণে। মন্ত্রের মতো হ্রস্ব, কঠিন, তেজোগর্ভ এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কেবল কবিরূপে নন ভাস্বর হ'য়ে উঠেছেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি রূপে। এখানে তিনি দুঃসহ তেজে মৃত্যুকে পরাভূত করে আত্মস্বরূপের পরিচয় লাভ করেছেন। মৃত্যুর বিভীষিকা নয়, তার প্রশান্তরূপের উপলব্ধিই কবির চেতনাকে ঋদ্ধ করেছে। তাই তিনি বলেছেন—মৃত্যুর ছলনা ও মিথ্যা আশ্বাসের প্রতারণা যে বুঝতে পারে—সে-ই শান্তির অক্ষয় অধিকার লাভ করতে পারে। কবি এ-ও বুঝেছেন যে এ জগৎ স্বপ্ন নয় মায়া নয়। জীবনের অমৃতকে গ্রাস করার ক্ষমতা নেই মৃত্যুরূপী রাহুর। এই সত্যকে অন্তরে ধ্রুব বলে জেনেছেন বলেই এখনও পাখির গান তাঁর অন্তরে সুধাবর্ষণ করে, সত্যের অন্তিম প্রীতিরস জীবনের চরম প্রাপ্তি বলে মনে হয়। মৃত্যু যে সত্য নয়, ধ্রুবতারকার চিরজ্যোতিই অনির্বাণ এই সত্য উপলব্ধি করেই কবি বলেন—

"মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে
এ বিশ্বে তাই সে সত্য নহে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি"

তিনি জেনেছেন প্রকৃত দুঃখে নয়—'দুঃখের পরিহাসে ভরা' এ জীবন। তখনই দেখেছেন ভয়ের বিচিত্র ছবির মধ্যে "মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে"। তাই শান্তি পারাবারের উদ্দেশে তাঁর আসন্নযাত্রার জন্য তিনি প্রস্তুত।

'শেষলেখা' পর্বে যখন জীবনসীমায় অন্তরবির বর্ণমাধুরী দিব্য বিভায় বিচ্ছুরিত, যখন আঁধার নামছে জীবনবেলায় তখনও মৃত্যুর মধ্যে তার পূর্ণ প্রশান্তি—মৃত্যুর প্রসন্ন করপুটে নিজেকে অঞ্জলি দিয়ে কবি সার্থক সম্পূর্ণ হ'তে চান।

কৈশোরের দিন থেকে অন্তিম প্রহর পর্যন্ত সুদীর্ঘ কবিজীবনের যাত্রা পথে রচিত হয়েছে অনন্য কাব্য সম্ভার।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.